তুহফাতুল আরিফীন

[প্রথম খণ্ড]

বিষয়ভিত্তিক
উর্দু-ফার্সী-আরবী-বাংলা
আশআর ও কবিতা

সংকলন ও সম্পাদনা

মাওলানা আবদুল গাফফার শাহপুরী

উস্তাযুল হাদীস ওয়াত-তাফসীর
জামিয়া আরাবিয়া দারুল উলূম,
দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ

নিবরাস প্রকাশন

দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ
০১৯১১৮২৫৩১৬

তুহফাতুল আরিফীন-১

সংকলন : মাওলানা আবদুল গাফফার শাহপুরী

প্রকাশকাল : জুমাদাল উলা ১৪৪৫, ডিসেম্বর ২০২৩

প্রকাশক : আহমাদ যাকওয়ান, আহমাদ সাওবান, মাইমুনা

সর্বস্বত্ব : সংরক্ষিত

বর্ণবিন্যাস : আল মারজান কম্পিউটার

প্রচ্ছদ : মাহমুদ রব্বানী

প্রতি খণ্ডের নির্ধারিত মূল্য : ৩৭৫ টাকা মাত্র

০১৯১১৮২৫৩১৬

বাংলাবাজার প্রাপ্তিস্থান

আশরাফী লাইব্রেরী
ইসলামী টাওয়ার, (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭৯৮৫০৪৭০৮

মাকতাবাতুল আফকার
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯৯৯৯৯৩৪৪৫

মাকতাবাতুন নূর
ইসলামী টাওয়ার [২য় তলা],
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৬২৯ ৬৭৩৭১৮

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯১২৯৫৭৫২২

maktabatunnur18@gmail.com
facebook.com/nurbookshop

ইনতিসাব

পীরে কামেল আল্লামা
মুফতী আবু সাঈদ দা. বা.

যাঁর পুণ্য-সান্নিধ্যের পরশ পেয়ে
এ কাজের প্রেরণা লাভ করি।
হে আল্লাহ! হযরতের বরকতময় ছায়া
আমাদের ওপর দীর্ঘায়িত করুন।
--শাহপুরী

'তুহফাতুল আরিফীন'

বিলুপ্তপ্রায় রত্নভাণ্ডারের সংরক্ষণে অসাধারণ প্রচেষ্টা

-মাওলানা আবু তাহের জিহাদী
খলীফা, আরেফ বিল্লাহ হাকিম মুহাম্মদ আখতার রহ.
মুহতামিম, জামিয়া আরাবিয়া দারুল উলূম, দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ

نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد

ভাষার মাধ্যমে ভাব প্রকাশের সক্ষমতা মানুষেরই রয়েছে। কিছু মানুষের সক্ষমতা বিস্ময়কর পর্যায়ের। তাদের মুখের কথা ও কলমের লেখা যাদুর মত। মানুষ সেসব শুনে বা পড়ে বিস্মিত হয়। মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন হয়। সেসব লেখা ও কথা সাধারণত কবিতা, ছন্দ, সঙ্গীত, কাসীদা ও আশআর ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত। সেগুলোর কিছু এতটাই স্বাদের হয় যে, বারবার পড়েও আশ মিটে না। তাই তো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় সুন্দর করে বলেছেন:

إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا

–নিশ্চয়ই কিছু কবিতা অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ এবং কিছু বক্তব্য যাদুর মতো ক্রিয়াশীল।

আরবী উর্দু ফার্সি ও বাংলায় সে ধরনের বেশ কিছু কবিতা রয়েছে। আগে এসবের ব্যাপক চর্চা থাকলেও বর্তমানে অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। হাতেগোনা কিছু যোগ্য আলেম-উলামা ও বক্তাদের মুখে সেসবের কিঞ্চিত ঝলক এখনও দেখা যায়। কিন্তু দিন দিন এসব মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। সাহিত্যের বিস্তীর্ণ এ অঙ্গনটি ক্রমে চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে।

বিলুপ্তপ্রায় সেই অমূল্য রত্নগুলোর সংরক্ষণ বিভিন্ন কারণেই প্রয়োজন ছিল। যাতে তিলে তিলে গড়ে ওঠা জ্ঞানের এ প্রাসাদটি মাটির গহ্বরে তলিয়ে না যায়। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন জ্ঞানের সে মুক্তাতুল্য

উপাদানগুলো থেকে চিরতরে বঞ্চিত না হয়ে যায়। তাই সেগুলো সংরক্ষণের একটা সুন্দর ব্যবস্থাপনা আমাদের কর্তব্যের তালিকায় পড়ে।

এ সময়ের তরুণ জ্ঞানসাধক, আকাবিরের উলূম ও মাআরিফের ধারক-বাহক, বরেণ্য লেখক ও জামিয়া আরাবিয়া দারুল উলূম দেওভোগ এর রত্নতুল্য মুহাদ্দিস, সাবেক নাজিমে তালীমাত মাওলানা আবদুল গাফফার শাহপুরী আমাদের সকলের পক্ষ থেকে সে কর্তব্যটি আঞ্জাম দিয়েছেন। তৎকর্তৃক বিখ্যাত আল্লাহওয়ালা ও প্রখ্যাত কবিদের নির্বাচিত আশআর ও কবিতার এই সংকলনটি বিরল ও ব্যতিক্রমধর্মী। বিলুপ্তপ্রায় রত্নভাণ্ডারের সংরক্ষণে এটা এক অসাধারণ চেষ্টা। গ্রন্থটির প্রতিটি পৃষ্ঠা ও লাইন তার কঠোর পরিশ্রম ও গভীর সাধনার স্বাক্ষর বহন করে। আমি আশাবাদী যে, এসব কবিতা আল্লাহপাকের মহব্বত সৃষ্টির পথেও সহায়ক হবে। দোয়া করি আল্লাহপাক এটি আমাদের সকলের জন্য উপকারী গ্রন্থ হিসেবে কবুল করেন। আমীন।

আবু তাহের জিহাদী
মুহতামিম, জামিয়া আরাবিয়া দারুল উলূম
দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ

দীবাচা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

০১. ইসলামের দৃষ্টিতে কবিতা

আল্লাহ তায়ালা এই পৃথিবীতে মানুষকে বিচিত্রমুখী ও বহুরূপী বানিয়েছেন। বহুমুখী যোগ্যতা ও প্রতিভার অধিকারী করেছেন। প্রবাদ আছে, لكل فن رجال প্রত্যেক শাস্ত্রের জন্য শাস্ত্রীয় ব্যক্তি রয়েছে। অধিকন্তু কতিপয় মানুষকে আল্লাহ পাক এমন অসামান্য প্রতিভার অধিকারী এবং আকর্ষণীয় বানিয়েছেন, যাদের কথন ও কলমযাদুতে মানুষ আচ্ছন্ন হয়ে থাকে এবং তাদের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হ্রাস পেয়ে থাকে। অনেকটা চুইংগাম মুখে দিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে স্বাদ অনুভব করার মত। সেসব লেখা, কথা ও কবিতা এতটা স্বাদের হয় যে, বারবার পড়েও আশ মিটে না।

এই ক্ষেত্রে উন্নত সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে আরবদের কথা না বললেই নয়। কবিতা বলা ও বানানোর ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক তাদেরকে সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত যোগ্যতা দান করেছিলেন। তাদের তৈরীকৃত কবিতার ভাষাগত উৎকর্ষতা দেখে দ্বিধাহীনচিত্তেই এই দাবী করা যায় যে, কবিতাশাস্ত্রে তাদের সমমর্যাদার অন্য কেউ ছিলো না। ভাষাতত্ত্ব, স্বভাবগত স্বচ্ছতা, জীবনের সরলতা ও অনাড়ম্বরতা, বংশীয় সুদৃঢ় বন্ধন, মন-মননের পূর্ণ স্বাধীনতা, মেধার গভীরতা, দৃষ্টির প্রশস্ততা ইত্যাদীতে তারা ছিল অনন্য, অসাধারণ, অপরাজেয়। চোখের পলকেই কল্পনাপ্রসূত একটা বিষয়কে কাব্যাকারে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে তাদের জুড়ি মেলা ভার ছিল।

আরবীর পর সবচেয়ে কবিতা চর্চা হয়েছে ফার্সী ভাষায়, তারপর উর্দুতে। আমাদের দেশের মাদরাসা শিক্ষার প্রাচীন পাঠ্যসূচিতে সেসব কবিতার অধিকাংশই স্থান পেয়েছিল। বর্তমানে অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। পাঠ্যসূচিতে সবগুলো না থাকলেও যোগ্য আলেম-উলামা ও বক্তাদের মুখে সেসবের ঝলক এখনও দেখা যায়। কথায় কথায় অনেকেই কবিতার পঙ্‌ক্তি বা ছন্দ উচ্চারণ করেন।

তাই কবিতার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সকলের কাছে পরিষ্কার থাকা দরকার এবং ইসলাম এই ক্ষেত্রে কতটুকু সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছে, তা স্পষ্টভাবে জানা থাকা আবশ্যক।

কুরআন, সুন্নাহ ও ওলামায়ে ইসলামের যাবতীয় অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার দ্বারা যে বিষয়টি জানা যায়, তা হল- যে সকল কাব্য শরীয়তগর্হিত এবং শরীয়তবিবর্জিত সংকেত ও শব্দমালা সম্বলিত না হয়, সে সকল কাব্যকে শরীয়ত স্বীকৃতি দেয় এবং সমর্থন করে। বিশেষ করে যে সকল কবিতা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের স্বীকৃতি প্রদান করে, তাঁদের গুণকীর্তন করে, মানুষকে চারিত্রিক উন্নতি ও মার্জিত জীবনের দিকনির্দেশনা প্রদান করে, ইসলামের যাবতীয় শিক্ষাকে ধারণ করে এবং যেই কবিতার মাঝে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও পরকালকে স্মরণ করার বিবরণ থাকে, সেই সকল কাব্য উপস্থাপন করা নিঃসন্দেহে বিরাট পুণ্যের কাজ ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। এমন কবিতার ব্যাপারেই আল্লাহর রাসূল ইরশাদ করেছেন-

إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا

(صحيح البخاري "كتاب الأدب" باب ما يجوز من الشعر رقم: ٥٦٧٩)

(নিশ্চয়ই কিছু কবিতা অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ এবং কিছু বক্তব্য যাদুর মত ক্রিয়াশীল)

আর যে সকল বর্ণনায় কবিতা ও কবিদের নিন্দা করা হয়েছে, সে সকল বর্ণনার দ্বারা উদ্দেশ্য হল- কবিতার প্রেমে এতটাই নিমগ্ন ও নিমজ্জিত হয়ে যাওয়া যে, তা আল্লাহর স্মরণ ও ইবাদত এবং কুরআনের পবিত্র ভালোবাসা থেকে অমনোযোগী করে দেয়। তাছাড়া নিন্দার যোগ্য তো সে সকল কবিতা যেগুলো অশ্লীলতা, কুচিন্তা, বাগাড়ম্বরতা এবং শরীয়তবিবর্জিত অনৈতিক বাক্যসম্বলিত হয়ে থাকে। তাই যে সকল কবিতা অশ্লীল বিষয় সম্বলিত, মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা এবং হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য প্রস্তুতকৃত কিংবা শরীয়তবিবর্জিত বিষয়সমূহকে ধারণকৃত, সে সকল কবিতা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম এবং সম্পূর্ণ নাজায়েজ।

এমন কবিতা ও কবিদের ব্যাপারেই পবিত্র কুরআনে বিঘোষিত হয়েছে-

وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُوْنَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ وَأَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ۗ (سورة الشعراء ٢٢٤-٢٢٧)

(আর কবিগণ—তাদের অনুগামী হয় তো যতসব বিপথগামী লোক। তুমি দেখনি তারা প্রত্যেক উপত্যকায় উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়? আর তারা এমন কথা বলে যা নিজেরা করে না। তবে সেই সকল লোক ব্যতিক্রম, যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, আল্লাহকে বেশি পরিমাণে স্মরণ করেছে এবং নিজেরা নির্যাতিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে।)

এই আয়াতের শেষোক্ত বক্তব্যেই কিন্তু আল্লাহ তাআলা কাব্য চর্চার ব্যতিক্রম দিকটিও তুলে ধরেছেন। স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কাব্যচর্চা যদি উপরে বর্ণিত দোষ থেকে মুক্ত থাকে, তাতে থাকে ঈমানের ঝলক ও আমলে সালেহ-এর ব্যঞ্জনা আর কবি তার কাব্য প্রতিভাকে দীন ও ঈমানের বিরুদ্ধে ব্যবহার না করে, তার কবি-কল্পনা বেদ্বীনী কার্যকলাপে ইন্ধন না যোগায়, তবে এমন কাব্যচর্চায় দোষ নেই।

আরেকটি বিষয় গভীরভাবে লক্ষ্যণীয়, এখানে জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণের বিষয়টাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হলো, সেকালে প্রচারণার সর্বাপেক্ষা কার্যকর মাধ্যম ছিল কবিতা। কোনও কবি কারও বিরুদ্ধে একটা ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করে দিত আর অমনি তা মানুষের মুখে মুখে রটে যেত। এমনটাই করেছিল কোনও কোনও দুর্মুখ কাফের কবি। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে এ জাতীয় কিছু কবিতা চালিয়ে দিয়েছিল। হযরত হাস্সান ইবনে সাবিত রা. ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. প্রমূখ সাহাবী কবি তার জবাব দেওয়াকে নিজেদের ঈমানী দায়িত্ব মনে করলেন। সুতরাং তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কাসীদা রচনায় লেগে পড়লেন। তাঁরা তার মাধ্যমে কাফেরদের ব্যঙ্গ ও আপত্তির এমন দাঁত-ভাঙ্গা জবাব দিয়েছিলেন যে, তাদের সে কবিতাগুলো শত্রুর বিরুদ্ধে তীরের চেয়েও বেশি কার্যকর হয়েছিল।

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لأن يمتلئ جوف رجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا

(صحيح البخارى، رقم: ٥٦٨٩ وصحيح المسلم، رقم: ٤١٩١ وسنن الترمذى، رقم: ٢٧٧٨ وسنن ابن ماجه، رقم: ٣٧٤٩)

(মানুষের উদর দৃশ্যমান পুঁজ দ্বারা পূর্ণ থাকা অতি উত্তম, কবিতা দ্বারা পূর্ণ থাকার চেয়ে)

সারকথা হচ্ছে, যদি কবিতা বানানো এবং বলার দ্বারা উদ্দেশ্য ভালো এবং কল্যাণমুখী হয়, তাহলে তাতে কোনই সমস্যা নেই। আর যদি তা অকল্যাণমুখী হয়, তাহলে তা অবশ্যই বর্জনীয় এবং পরিহারযোগ্য। এই জন্য বলা হয়-

حسنه حسن وقبيحه قبيح কবিতার মধ্যে ভালোগুলো ভালো এবং মন্দগুলো মন্দ বলে বিবেচিত হবে। বিষয়টি এভাবে মূল্যায়ণ করলে আর বিভ্রান্তি থাকে না।

০২. প্রিয় কবি, প্রিয় কবিতা [মাজালিসে শুআরা]

মহান আল্লাহর অপার মেহেরবানীতে দীর্ঘ এক যুগ ধরে আমি আরবী, ফার্সি, উর্দু ও বাংলা ভাষায় রচিত কবিতা নিয়ে কাজ করছি। এই চার ভাষায় যত ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ ছোট বড় কবিতা কিংবা ছন্দ-পঙক্তি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে সেগুলো যত্নসহকারে কুড়িয়ে একত্র করেছি। তারপর কবি ও রচয়িতার নামভিত্তিক সাজিয়েছি। অধিকাংশ কবিতারই পৃষ্ঠা নম্বরসহ উদ্ধৃতি দিয়েছি। আর এ উদ্ধৃতি দিয়েছি সরাসরি মূল আকর গ্রন্থ থেকে। যেসব কবির প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ রয়েছে তাদের কবিতাগুলো সরাসরি সে গ্রন্থ থেকেই নিয়েছি। আরবী কবিতায় যত্নসহ বিশুদ্ধ হরকত দিয়েছি। উর্দু ও ফার্সি কবিতার প্রায় সবগুলোরই উচ্চারণ দিয়েছি। সামান্য কিছু কবিতা বাদে প্রায় সবগুলোরই অনুবাদ দেয়া হয়েছে। কবিতায় রূপক, ইঙ্গিত ও উপমার ব্যবহার খুবই স্বাভাবিক। এসবের মর্ম না বোঝার কারণে অনেকে কবিতার বাহ্যিক অর্থ থেকে ভুল চিন্তাধারা গ্রহণ করে বসেন। তাই কিছু কিছু জটিল কবিতার ব্যাখ্যাও পেশ করা হয়েছে। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হওয়ার পর দেশের দু একজন শীর্ষস্থানীয় আলেম ও ভাষাবিদকে দেখিয়েছি। পরিমার্জনার কাজ চলছে। আল্লাহপাকের মানশা হলে যথাসময়ে সূর্যের মুখ দেখবে।

০৩. বিষয়ভিত্তিক সংকলন [তুহফাতুল আরিফীন]

ইত্যবসরে শুভাকাঙ্খীদের কেউ কেউ পরামর্শ দিলেন বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস দিয়ে যদি আরেকটি সংস্করণ করা হয় তাহলে উপকারিতা অনেক গুণ বেড়ে যাবে। কল্যাণকর এ পরামর্শের ভিত্তিতে আবার ঝাঁপ দিলাম মহাসাগরে। বহু কষ্টে তীরের সন্ধান পেলাম। যতটা সহজ ভেবে ঝাঁপ দেয়া হয়েছিল আদতে কাজটা ততটা সহজ ছিল না। একটানা ৪ মাস কাজ করতে হয়েছে। প্রিয় ছাত্র মারুফের আন্তরিক সহযোগিতা না থাকলে আরও দেরী হতো। মেহেরবান মাওলার ইচ্ছায় আরেকটি সংস্করণ প্রস্তুত হলো। যার যেটা ভালো লাগবে তিনি সেটা থেকে উপকার গ্রহণ করবেন। মাওলায়ে কারীম যদি কবুলিয়তের শাহী চাদরে আচ্ছাদিত করে পাঠকসমাজের সামান্যতম উপকারেও এটি কাজে লাগান তাহলে মনে করব আমাদের শ্রম সাধনা সার্থক হয়েছে।

মুহতাজে রহমত

-আবদুল গাফফার শাহপুরী

২৫-১০-২০২৩

যাদের কবিতা ও ছন্দে সমৃদ্ধ
এ সংকলন

আরবী কবিতা

নবীনন্দিনী হযরত ফাতেমা রা.
উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.
সাহাবী হযরত হাস্‌সান বিন ছাবেত রা.
সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রা.
সাহাবী হযরত খোবাইব রা.
জনৈক আরব বেদুইন
সাহাবী সাওয়াদ বিন কারিব রা.
সাহাবী কাব বিন যুহাইর রা.
সাফিয়্যা বিনতে আবদুল মুত্তালিব রা.
বিশ্ববিখ্যাত দাতা হাতেম তাঈ
মদীনার বালিকাগণ
আবু সুফিয়ান বিন হারিস রা.
সাহাবী হযরত কাব বিন মালিক রা.
রাসূল সা. এর দাদা আবদুল মুত্তালিব
রাসূল সা. এর চাচা হযরত আব্বাস রা.
রাসূল সা. এর চাচা হামযা রা.
রাসূল সা. এর চাচা খাজা আবু তালেব
কবি লাবীদ
আরবের সুবিখ্যাত কবি তরাফা ইবনুল আবদ
ওরাকা বিন নাওফেল
সাহাবী হযরত আব্বাস ইবনে মিরদাস রা.
সুরাকা বিন মালিক

আল্লামা কাজি ইয়ায রহ.
আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী রা.
ইয়েমেনের রাজা তুব্বা
হযরত যাইনুল আবিদীন রহ.
ইমাম বুসিরী রহ.
হযরত যুন্নুন মিসরী রহ.
আরবের সুবিখ্যাত কবি আদী বিন যায়েদ
হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক রহ.
আল্লামা নাসাফী রহ.
আবুল কাসেম যমখশরী রহ.
শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.
হযরত আহমাদ কবীর রেফায়ী রহ.
হযরত ইবরাহীম আদহাম রহ.
ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর কবিতা
বাদশা হারুন রশীদের সাধক পুত্র
শাইখুল হাদিস আল্লামা আজজুল হক রহ.
জান্নাতী রমণীকুল
কবি ফারাযদাক

ফার্সি কবিতা

শায়েখ ফরীদুদ্দীন আত্তার রহ.
আল্লামা জালালুদ্দীন রুমী রহ.
হযরত শেখ সা'দী রহ.
হাফিজ শিরাজী রহ.
আল্লামা আবদুর রহমান জামী রহ.
হাকীম আবু ইলিয়াস নেজামী গাঙ্গুহী রহ.
শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী রহ.
হাকীম সানায়ী রহ.
হযরত শামসে তিবরিযী রহ.
হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহ.

হযরত শাহ আবু আলী কলন্দরী পানিপতী রহ.
হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রহ.
মির্জা মাজহার জানেজানাঁ রহ.
বাদশা আলমগীরের কন্যা যেবুন নিসা
হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুতুবী রহ.
আমীর খসরু
মুফতিয়ে আজম ফয়জুল্লাহ রহ.
বাংলাদেশের ফার্সি কবি মাওলানা শফিউদ্দীন

উর্দু কবিতা

মুহাজিরে মক্কী হাজী ইমদাদুল্লাহ রহ.
হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী রহ.
খাজা আযীযুল হাসান মাজযূব রহ.
হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ.
প্রাচ্যের মহাকবি আল্লামা ইকবাল রহ.
কবি আলতাফ হুসাইন হালী
আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.
সায়্যেদ সুলাইমান নদভী রহ.
শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.
প্রখ্যাত উর্দূ কবি শোরেশ কাশ্মিরী
খ্যাতিমান মুসলিম কবি জিগার মুরাদাবাদী
উর্দু সাহিত্যের খ্যাতিমান কবি আকবর ইলাহাবাদী
শেষ মোগল সম্রাট যফর শাহ
ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের মজলুম নেতা মাওলানা জাফর থানেশ্বরী রহ
মাওলানা রিয়াসাত আলী বিজনুরী রহ.
মাওলানা যকী কায়ফী রহ.
পাকিস্তানের প্রখ্যাত ইসলামী সাহিত্যিক মাহের আল কাদেরী
আল্লামা সাহবান মাহমূদ রহ.
আল্লামা কামালুদ্দীন মূসা খতিবী রহ.
পটিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মুফতী আজীজুল হক রহ

মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আহমাদ রহ.
আরেফবিল্লাহ ডা. আবদুল হাই আরেফী রহ.
ফানী বাদায়ূনী
মাওলানা আসআদুল্লাহ রহ.
আরেফ বিল্লাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার রহ.
কবি মির্যা আসাদুল্লাহ গালিব
কবি 'নাইয়্যার'
আল্লামা কারী মুহাম্মদ তায়্যেব রহ.
ফকীহুল উম্মাহ মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গুহী রহ.
শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী দা.বা.
পীর জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী দা.বা.
মাওলানা কারী এহসান মুহসিন কাসেমী
মুফতি দিলাওয়ার হুসাইন দা. বা.

বাংলা কবিতা

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম
মুসলিম রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ
পল্লীকবি জসিম উদ্দীন
কবি গোলাম মোস্তফা
কবি আহসান হাবীব
কবি কায়কোবাদ
কাজী কাদের নেওয়াজ
কবি আল মাহমুদ
মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ
মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া রহ.
জাগ্রত কবি মুহিব খান

[কবিদের পরিচিতি দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে দেয়া আছে]

প্রথম খণ্ডের সূচি

আল্লাহ তা'আলা ৩৩
আল্লাহ এক ৩৩
আল্লাহ এক ও চিরঞ্জীব ৩৩
এক আল্লাহ জিন্দাবাদ ৩৩
আল্লাহর একত্ববাদ ৩৪
আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ ৩৪
তাওহীদই ইবাদতের মূল ৩৫
শুধু একজনকেই ৩৬
তাওহীদ বিষয়ক কাসীদা ৩৭
তাওহীদের বাণী ৩৮
কালিমা তায়্যেবার স্বাদ ৩৯
আল্লাহ অবিনশ্বর ৩৯
আল্লাহ অতুলনীয় ৪০
তিনি অনুভবের ঊর্ধ্বে ৪০
আল্লাহ অতুলনীয় মাহবূব ৪১
তিনি অতুলনীয় ৪১
অদ্বিতীয় প্রভু ৪১
আল্লাহ সবকিছুর ঊর্ধ্বে ৪২
তিনি অনুভবের ঊর্ধ্বে ৪২
আল্লাহর সৌন্দর্য ৪২
পৃথিবীর সৌন্দর্যের মাঝে আল্লাহর নূরের ঝলক ৪৩
তিনি অবর্ণনীয় ৪৩
আল্লাহ অসীম ও বান্দা সসীম ৪৩
তিনি নির্জনতার সঙ্গী ৪৪

তাঁর যাত ও সিফাত ৪৪
আল্লাহপাকের কুদরত ও ক্ষমতা ৪৬
আল্লাহর ক্ষমতা ৪৭
আল্লাহর কুদরতের লীলা ৪৮
ফসল উৎপন্নে আল্লাহর কুদরত ৪৯
আল্লাহর বণ্টন ৫০
আল্লাহর অনুগ্রহেই শুভ কাজগুলো সম্পন্ন হয় ৫০
আল্লাহ'র হেকমত ৫০
আল্লাহকে ভয় পাওয়ার লাভ ৫১
আল্লাহর মহব্বতই জীবন ৫১
আল্লাহর মহব্বত ৫১
আল্লাহর মহব্বত ৫২
আল্লাহর পাগলরাই বুদ্ধিমান ৫২
আল্লাহর নৈকট্যের পথে সফর ৫৩
আল্লাহর মহব্বতের মৃত্যু নেই ৫৩
খোদার প্রেমের শারাব পিয়ে ৫৪
আল্লাহর মহব্বত প্রাপ্ত হয়ে অস্থির হয় মুমিন ৫৫
আল্লাহর মহব্বত সবখানে বিজয়ী ৫৫
দুনিয়ার মহব্বত বনাম আল্লাহর মহব্বত ৫৫
আল্লাহর মহব্বতের পরাকাষ্ঠা ৫৬
আল্লাহর দীদার ৫৬
আল্লাহর তালাশ ৫৯
আল্লাহ নামের মধুরতা ৬০
আল্লাহর নামের মর্যাদা ৬০
আল্লাহর নামের স্বাদ ও তাঁর পথের কষ্ট ৬০
আল্লাহর দরবার সবার জন্য অবারিত ৬১
আল্লাহর যিকর ও স্মরণ ৬২
আল্লাহর স্মরণ : নৈকট্যের সোপান ৬২
আল্লাহর স্মরণে যাপিত সময়টুকুই জীবন ৬২
আল্লাহর ওলীগণ শত ব্যস্ততায়ও আল্লাহকে স্মরণ রাখে ৬৩
আল্লাহর স্মরণ ও আনুগত্যে লজ্জা নেই ৬৩
সর্বদা যিকির করো ৬৩
যিকির না করার কুফল ৬৪
ঘড়ির কাঁটা যিকির করে ৬৪

সব জিনিসই আল্লাহর যিকির করে.......... ৬৪
চোখের যিকির.......... ৬৫
হাত-পায়ের যিকির.......... ৬৫
কানের যিকির.......... ৬৬
অন্তরের যিকির.......... ৬৬
যবানের যিকির.......... ৬৬
প্রতিটি অঙ্গের যিকির.......... ৬৬
যিকিরের স্বাদ ৬৭
আল্লাহর স্মরণে চাটাই হয়ে যায় রাজসিংহাসন.......... ৬৮
যিকির এত সহজ.......... ৬৮
যিকির নেককারদের কাজ.......... ৬৮
যিকির রূহের খোরাক, হৃদয়ের মালিশ.......... ৬৯
যিকিরকারীর মনে দুনিয়ার লোভ থাকতে পারে না.......... ৬৯
যিকিরের মাঝে আনন্দ.......... ৬৯
যিকিরের মাঝে আশেকের জীবন.......... ৬৯
যিকিরকারী ভাগ্যবান.......... ৭০
যিকিরে শান্তি মিলে.......... ৭০
যিকিরবিহীন দিল.......... ৭০
জপে তোমারি নাম.......... ৭১
যিকিরের সুফল.......... ৭১
আল্লাহর দরবার সবার জন্য খোলা.......... ৭২
আল্লাহর দরবারে কেউ নিরাশ হয় না.......... ৭৩
আল্লাহপাকের দয়া ও অনুগ্রহ.......... ৭৩
মানুষের প্রতি আল্লাহর দয়া ও নেয়ামত.......... ৭৩
তোমার মেহেরবানী.......... ৭৫
আল্লাহর নেয়ামত ও তার শোকর.......... ৭৫
আল্লাহর রহমত অবারিত.......... ৭৬
আমিও দয়ার প্রত্যাশী.......... ৭৬
আল্লাহই নেক আমলের তৌফিক দাতা.......... ৭৬
আল্লাহর দয়া পেতে যোগ্যতা লাগে না.......... ৭৭
নেয়ামতের শোকর.......... ৭৭
আল্লাহর হুকুমে মুখ খোলা.......... ৭৭
আল্লাহর নৈকট্যের পথের দু'টি অন্তরায়.......... ৭৭

আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা.......... ৭৭
আল্লাহর সাথে মানুষের অব্যক্ত সম্পর্ক.......... ৭৮
আল্লাহর সাথে বান্দার গোপন সম্পর্ক.......... ৭৮
আল্লাই রিযিকের ব্যবস্থাপক ৭৮
জড়পদার্থও আল্লাহর হুকুমের অনুগামী.......... ৭৯
আল্লাহর ইশকে বন্দী মুক্তি চায় না.......... ৭৯
সব আল্লাহর পক্ষ থেকে [তাকদীর] ৭৯
আল্লাহকে পাওয়ার ব্যাকুলতা.......... ৮০
আল্লাহ এবং শয়তানকে একসাথে রাজী করা যায় না.......... ৮০
আল্লাহ এবং নিজের পরিচয় ভোলো না কভু.......... ৮০
দিলের মালিক আল্লাহ.......... ৮১
আল্লাহর সন্তুষ্টি.......... ৮১
আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট যারা.......... ৮১
আল্লাহকে পাওয়ার পথ ৮২
আল্লাহর অনুগ্রহেই শুভ কাজগুলো সম্পন্ন হয়.......... ৮২
আল্লাহই আমার আশ্রয়.......... ৮২
আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান.......... ৮২
আল্লাহ্ আমার করো না বিচার.......... ৮৩
আল্লাহ আমার প্রভু.......... ৮৪
আল্লাহ চাইলেই হয়.......... ৮৪
আল্লাহ বান্দার কল্যাণকামী.......... ৮৫
আল্লাহর কাছে নিজের অন্যায় স্বীকার করা.......... ৮৫
আমরা আল্লাহর বান্দা.......... ৮৫
আল্লাহর দিলে কখন জায়গা পাবে.......... ৮৫
আল্লাহর অকৃপণ দান.......... ৮৬
আল্লাহর তরে জীবন উৎসর্গ.......... ৮৬
আল্লাহর তরে উৎসর্গিত হও.......... ৮৬
আল্লাহর তরে জীবন উৎসর্গ.......... ৮৬
ফানা ফিল্লাহ.......... ৮৭
ইসলামের দাস্তান রক্তের ফোঁটায় মহীয়ান.......... ৮৭
আল্লাহর পথে কুরবানী.......... ৮৮
ইশকের পরাকাষ্ঠা.......... ৮৮
প্রেমাস্পদের তরে প্রাণোৎসর্গ.......... ৮৮
তোমার পদতলে বের হোক মোর প্রাণ.......... ৮৯

আল্লাহর সন্তুষ্টির তরে নিজের আনন্দ-ফুর্তিকে বিসর্জন........................ ৮৯
আল্লাহর পথে চিন্তা-পেরেশানী.. ৮৯
আল্লাহর প্রিয়রাই আমার প্রিয়.. ৮৯
আল্লাহ সবই প্রত্যক্ষ করেন.. ৮৯
ক্ষমার আশা.. ৯০
বাহুর বলে নয়, আল্লাহর দানেই হয়.. ৯০
তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই... ৯০
তুমি যাকে পথ দেখাও.. ৯০
আপনাকেই চাই আপনার কাছে.. ৯১
সর্বত্র তোমারই গুণকীর্তন.. ৯১
তোমার দরবার ছেড়ে আমি যাব কোথায়... ৯১
যে আল্লাহকে পেয়েছে সে সব পেয়েছে.. ৯২
তুমি আমার সবই আমার.. ৯২
আল্লাহ যার আপন হয়.. ৯২
এ ঘরে তুমি নেই তো কিছুই নেই... ৯৩
তুমি বিনে এ জীবন মৃত্যু সমতুল্য.. ৯৩
তোমাকে পেয়ে.. ৯৩
সকল মনোযোগ আল্লাহর দিকে রাখা.. ৯৩
তিনি নারাজ হলে... ৯৪
আমরাও কারো সৃষ্ট.. ৯৪
যেদিন তুমি হবে কাজী.. ৯৫
তিনিই আমার আশ্রয়ের জায়গা... ৯৫
আল্লাহর মারেফাত.. ৯৬
মারেফাতের অকুল দরিয়া.. ৯৭
আল্লাহর প্রতি ভরসা ও তাওয়াক্কুল.. ৯৮
এক আল্লার ভরসা কর.. ৯৮
তাওয়াক্কুল ও রিযিকি... ৯৯
আল্লাহর ভয় (তাকওয়া) ১০০
কাকে বলে তাকওয়া... ১০০
তাকওয়া ইলমের সৌন্দর্য... ১০০
তাকওয়াহীন বাহ্যিক আকৃতি.. ১০০
তাকওয়ার গল্প.. ১০১
যে আল্লাহকে ভয় করে তাকে সবাই ভয় করে.................................. ১০২
তাঁকেই কেবল ভয় করো.. ১০২

সর্বদা আল্লাহর ভয় ও স্মরণ... ১০২
আসমান থেকে আল্লাহ সবই প্রত্যক্ষ করেন...................................... ১০৩
তাকওয়া ও কৃতজ্ঞতা... ১০৩
তাকদীর... ১০৩
চিকিৎসায় তাকদীর বদলায় না.. ১০৩
সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়... ১০৪
তকদীরের সামনে অনুভূতি... ১০৪
ব্যাঙের ডাকে বৃষ্টি হয় না.. ১০৪
সমর্পণ.. ১০৫
সব আল্লাহর পক্ষ থেকে [তাকদীর] ১০৭
হামদে বারী/আল্লাহর প্রশংসা.. ১০৯
আমাদের প্রশংসার প্রয়োজন নেই তাঁর... ১০৯
আল্লাহর প্রশংসা গেয়ে শেষ হবে না.. ১১০
হামদে বারী তা'আলা -শায়খ ফরীদুদ্দীন আত্তার রহ. ১১০
হামদে বারী তা'আলা -শায়খ ইলিয়াস নেজামী রহ. ১১৫
হামদে বারী তা'আলা -শেখ সা'দী রহ. ১১৭
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রসঙ্গে ১৩০
না'তে রাসূল সা. -হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. ১৩০
না'তে রাসূল সা. -হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত রা. ১৩১
না'তে রাসূল সা. -হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা রা. ১৩৬
হামদে বারী ও না'তে রাসূল সা. -হযরত হামযা রা. ১৩৮
না'তে রাসূল সা. -হযরত সাওয়াদ বিন কারিব রা. ১৩৯
না'তে রাসূল সা. -হযরত কা'ব বিন যুহাইর রা. ১৪০
না'তে রাসূল সা. -হযরত সফিয়্যা রা. ১৪১
না'তে রাসূল সা. -মদীনার বালিকাগণ... ১৪৩
না'তে রাসূল সা. -কাব বিন মালিক রা. ১৪৪
না'তে রাসূল সা. -আবদুল মুত্তালিব.. ১৪৫
না'তে রাসূল সা. -হযরত আব্বাস রা. ১৪৬
না'তে রাসূল সা. -আবু তালিব... ১৪৭
না'তে রাসূল সা. -ফরিদুদ্দীন আত্তার রহ. ১৪৯
না'তে রাসূল সা. -শেখ সাদী রহ. ১৫২
না'তে রাসূল সা. -শাহে তুব্বা... ১৫৫
না'তে রাসূল সা. -ইমাম বুসিরী রহ. ১৫৬

না'তে রাসূল সা. -হযরত কাসেম নানুতবী রহ. ১৫৭
না'তে রাসূল সা. -মাহের আল কাদেরী... ১৫৮
না'তে রাসূল সা. -কারী মুহাম্মদ তায়্যেব রহ. ১৫৯
না'তে রাসূল সা. -অ মেরা নবী হায় ১৬০
না'তে রাসূল সা. -সুলাইমান নদভী রহ. ১৬১
না'তে রাসূল সা. -হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. ১৬২
না'তে রাসূল সা. [রোখসার ছে বোরকা কা যারা..] ১৬২
না'তে রাসূল সা.[হো না ইয়ে নাম তো..] ১৬৪
উম্মতের কাণ্ডারী... ১৬৪
শানে রিসালাত -আরব বেদুঈন.. ১৬৫
শানে রেসালত -ওরাকা বিন নওফেল.. ১৬৬
সাহারার ফুল... ১৬৮
ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ ১৬৯
তৌহীদের মুর্শিদ আমার.. ১৬৯
মোহাম্মদ মোর নয়ন-মণি... ১৭০
শানে রেসালাত [আস সুবহু বাদা].. ১৭১
শানে রেসালাত [ইয়া সাহিবাল জামাল..].. ১৭২
শানে রেসালাত -শেখ সা'দী রহ. [বুস্তা থেকে]................................ ১৭২
শানে রেসালাত [নেজামী]... ১৭৩
শানে রেসালাত -মাওলানা আসাদুল্লাহ রহ. ১৭৪
রাসূল সা.-এর প্রশংসা -আবদুর রহমান জামী রহ. ১৭৪
রাসূল সা.-এর শানে অভিব্যক্তি -আবদুর রহমান জামী রহ............ ১৭৬
রাসূল সা.-এর পুণ্য সাহচর্যের প্রভাব.. ১৮২
রাসূল সা.-এর মীলাদ ও সীরাত -মাওলানা শফিউদ্দীন ফার্সি কবি.. ১৮৩
রাসূল সা.-এর শান -হাকীম মুহাম্মাদ আখতার রহ. ১৮৪
নবীজির প্রতি সালাম... **১৮৫**
সালাম -হযরত যাইনুল আবিদীন রহ.. ১৮৫
সালাম -মাহের আল কাদেরী রহ.. ১৮৬
সালাম -আল্লামা সাহবান মাহমূদ রহ. ১৮৭
সালাম -ডা. আ. হাই আরেফী রহ. ১৮৮
সালাম -কাজী নজরুল ইসলাম.. ১৮৯
ইশকে রাসূল সা. **১৯০**
নবী পরিবারের প্রতি ভালোবাসা -ইমাম শাফেয়ী রহ. ১৯০
নবীর শোকে বিরহগাঁথা -আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস....................... ১৯১

নবীর শোকে বিরহগাঁথা -হযরত ফাতেমা রা. ১৯৩
নবীজির সৌন্দর্য.. ১৯৪
মহানবী সা.-এর আবির্ভাব... ১৯৬
মহানবী সা.-এর চরিত্র মাধুরী ও অবদান... ১৯৬
রাসূল সা.-এর অবদান.. ১৯৮
রাসূল সা.-এর দরবারে নিবেদন-আলতাফ হুসাইন হালী................. ১৯৮
নবীজির নাম... ১৯৯
ইশকে রাসূল সা.-আব্দুর রহমান জামী রহ. ২০০
ইশকে রাসূল সা.-শায়েখ জালালুদ্দীন রুমী রহ. ২০১
নবীদের জ্ঞান ও মু'জিযা... ২০২
মক্কা-মদীনা ও রওজা শরীফ.. **২০৩**
মক্কা-মদীনার প্রতি আগ্রহ... ২০৩
রওজাপাকের জেয়ারত -শায়েখ আহমাদ কবির রেফায়ী রহ. ২০৪
মদীনার মহব্বত -হযরত কাসেম নানুতবী রহ. ২০৫
কা'বা শরীফ.. ২০৫
কা'বা শরীফের আকর্ষণ -আব্দুর রহমান জামী রহ. ২০৫
বিশ্বের বুকে কা'বাই হল সর্বপ্রথম গৃহ.. ২০৬
কা'বা শরীফের আকর্ষণ.. ২০৭
কা'বার পথে –কাজী নজরুল ইসলাম... ২০৮
পবিত্র কা'বা গৃহের নির্মাতাগণের নাম.. ২০৯
প্রিয় মদীনা-আযীযুল হাসান মাজযূব রহ... ২০৯
বাহারে মদীনা-আযীযুল হাসান মাজযূব রহ. ২১০
মদীনার জন্য ব্যাকুলতা... ২১২
মদীনা ও মদীনাওয়ালা.. ২১২
মদীনার শানে... ২১৩
ফয়যানে মদীনা... ২১৩
মক্কা-মদীনা যাওয়ার আকুতি.. ২১৪
মদীনার ভালোবাসা-আল্লামা আজিজুল হক রহ. ২১৬
বক্ষে আমার কাবার ছবি... ২২২
যাবি কে মদিনায়.. ২২৩
আমি যদি আরব হতাম... ২২৪
চল্ রে কা'বার জেয়ারতে... ২২৫
নবীজির মু'জিযা... ২২৬
উম্মতে মুহাম্মদী হওয়ার গৌরব... ২২৭

নবীজির পবিত্র পাদুকাদ্বয়ের আশেক........ ২২৭
নবীজির প্রতি দুরূদ পাঠ........ ২২৮
নবীজির সুন্নত........ ২২৯
সুন্নতের অনুসরণই মূলত ইশকে নবী........ ২২৯
সুন্নতের পথই জান্নাতের পথ........ ২২৯
সুন্নতের অনুসরণ করো নির্দ্বিধায়........ ২২৯
সুন্নতের অনুসরণ........ ২৩০
ইত্তেবায়ে সুন্নতের লাভ........ ২৩০
সুন্নতের অনুসরণই বড় কারামত........ ২৩১
তোমার হাবীবের সাদৃশ্য গ্রহণ করেছি........ ২৩১
দাড়ি সৌন্দর্যের প্রতীক........ ২৩২
কুরআন মাজীদ........ ২৩৩
কুরআন আল্লাহ চেনার আয়না........ ২৩৩
মুসলিম ও কুরআন........ ২৩৩
কুরআনে কী আছে........ ২৩৪
কুরআনের বদৌলতে........ ২৩৪
কুরআন শিখতে হলে........ ২৩৪
কুরআন বর্জনের পরিণতি........ ২৩৪
কুরআনী জ্ঞান শিক্ষা কর........ ২৩৫
ওরা কুরআন বদলে ফেলে........ ২৩৫
মুমিন ও কুরআন........ ২৩৫
কুরআনের ফরিয়াদ........ ২৩৬
আসমানের কোরআন্........ ২৩৭
সাহাবায়ে কেরাম রা. ২৩৮
শানে সাহাবা রা. ২৩৮
সাহাবীদের জুড়ি নেই........ ২৩৮
ঈমান-মুমিন........ ২৩৯
ঈমানের সঙ্গে আমল অপরিহার্য........ ২৩৯
ঈমানের বলে বলীয়ান মুমিন........ ২৩৯
জান্নাতে যাওয়ার আগ্রহ ঈমানের অংশ........ ২৩৯
যদি থাকে ঈমানের শক্তি........ ২৩৯
ঈমানদারের ক্ষয় নেই........ ২৪০
মুমিনের মূল্য........ ২৪০

নির্ভয় মুমিন........ ২৪২
মুমিন ও কুরআন........ ২৪২
মুমিনের মনজিল বহু ঊর্ধ্বে........ ২৪৩
ইসলাম........ ২৪৩
ইসলাম ধর্মের সত্যতা........ ২৪৩
ইসলামের সত্যতা........ ২৪৩
ইসলামের সবই সুন্দর........ ২৪৪
ইসলামের কেউ ক্ষতি করতে পারবে না........ ২৪৪
ইসলামের দাস্তান রক্তের ফোঁটায় মহীয়ান........ ২৪৫
ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও তার জবাব........ ২৪৫
শুধুই ইসলাম........ ২৪৬
এ কোন্ মধুর শরাব দিলে [ইসলাম ধর্ম]........ ২৪৬
ইসলাম থাকবেই........ ২৪৭
মুসলমান........ ২৪৮
মুসলমানের মর্ম........ ২৪৮
মুসলমান কাউকে ভয় পায় না........ ২৪৮
মুসলমানের শক্তি........ ২৪৮
এ যুগের মুসলমানদের অবস্থা ২৪৯
মুসলিম আমার নাম........ ২৫১
কোথা সে মুসলমান........ ২৫২
বিশ্ববিজয়ী........ ২৫২
বাঙ্গালী মুসলমান........ ২৫৩
মুসলমানদের অগ্রগতি কিসে? ২৫৫
ইসলাম শেকলে বাঁধা........ ২৫৫
মুসলমানদের অধঃপতন........ ২৫৫
মুসলিম শাসনের চিত্র........ ২৫৮
কোথায় তখত তাউস........ ২৫৮
আমরা সেই সে জাতি........ ২৫৯
তুইও ওঠ জেগে........ ২৫৯
ভুবন জয়ী তোরা কি সেই........ ২৬০
দ্বীন-ধর্ম........ ২৬১
বাঁচাও দ্বীন........ ২৬১
দ্বীন হাসিলের পন্থা........ ২৬২

ধর্ম গেল তো সবই গেল ২৬২
দ্বীনের পথে মেহনতের শেষ নেই ২৬২
দীনের সৈনিকগণ ২৬৩
এখলাস ২৬৪
দীনের কাজে এখলাস অপরিহার্য ২৬৪
এখলাস না থাকার কুফল ২৬৪
এখলাসের বরকত ২৬৫
এখলাসের পরিচয় ২৬৬
রিয়ামুক্ত আমল ২৬৭
রিয়ামুক্ত সেজদা ২৬৭
পাপ-গুনাহ ২৬৮
পাপ বর্জনে শান্তি ২৬৮
পাপ যত ছোটই হোক বর্জনীয় ২৬৮
পাপ যত ছোটই হোক ক্ষতিকর ২৬৮
পাপীদের ঘৃণা করো না ২৬৮
পাপের ক্ষতি ২৬৯
গুনাহ ক্ষমা করার প্রার্থনা ২৬৯
বান্দার গুনাহ ও আল্লাহর করুণা ২৬৯
তওবা-ইস্তিগফার ২৭০
তওবা দ্রুত করা চাই ২৭০
তওবা করতে বিলম্ব না করা ২৭০
তওবার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের ধোঁকা ২৭০
তওবা ও তাকওয়া ২৭১
তওবা ভঙ্গ হলেও আবার তওবা ২৭১
মৃত্যু ২৭৩
মৃত্যু ভাবনা ২৭৩
মৃত্যুর হাতে সবাই পরাজিত ২৭৩
মৃত্যুর স্মরণ ২৭৫
মৃত্যুর চিন্তা ২৭৫
মৃত্যুর মোরাকাবা ২৭৬
দরসে ইবরত ২৭৭
উপদেশের পাঠশালা ২৭৭
মৃত্যুর স্মরণ ২৭৮

মানুষের চাহিদা ও মৃত্যু ২৮০
মৃত্যুর শান্তি ২৮০
মৃত্যুর পরওয়ানা ২৮০
রিযিক ও মৃত্যু ২৮১
মরণে সবাই সমান ২৮২
মৃত্যুতে একাকার ২৮২
মরেও অমর ২৮৩
আমল ও আনন্দের মৃত্যু ২৮৩
মরা ছাড়া বাঁচার স্বাদ নেই ২৮৩
একদিন সকলকে মরতে হবে ২৮৩
মরণের আগেই যা করার করো ২৮৪
মরণের আগে ২৮৪
মৃত্যু সংবাদ ২৮৫
ঈমানের সাথে যেন হয় আমার মৃত্যু ২৮৫
কবর ২৮৫
কবরে যাওয়ার আগেই ক্ষমা পেতে চাই ২৮৫
কবরের কান্না ২৮৬
জান্নাতুল বাকীতে যেন হয় আমার কবর ২৮৬
কবরের মাটি ২৮৭
মুমিনের কবর ২৮৭
কবরের যাত্রা ২৮৭
নজর কবরের দিকে রাখ ২৮৮
অবশেষে কবর ২৮৮
কবর নিয়ে বাণিজ্য ২৮৯
মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ২৮৯
কবরের শান্তি ২৮৯
কবরবাসীর জন্য দোয়া ২৯০
রূহ ২৯০
রূহের আর্তনাদ ২৯০
রূহের খোরাক ২৯০
ইলম, জ্ঞান, শিক্ষা ২৯১
ইলম গর্ব করার মূল বস্তু ২৯১
সুখ ও ভোগের দ্বারা ইলম আসে না ২৯১

ইলম জীবনকে করে মর্যাদাশীল........ ২৯১
প্রতিদিন ইলম থেকে উপকৃত হও........ ২৯২
ফিকাহ শাস্ত্র শিক্ষা করার সুফল........ ২৯২
ইলম সুদৃঢ় দূর্গ........ ২৯২
ইলম দ্বারা মর্যাদা বাড়ে........ ২৯২
ইলম ছাড়া আল্লাহর পরিচয় লাভ হয় না........ ২৯২
ইলমের বাজার সদা সরগরম থাকে........ ২৯৩
ইলম জান্নাতে পৌঁছায়........ ২৯৩
ইলমের মাণদণ্ডে সবকিছু শুদ্ধ হয়........ ২৯৩
ইলম আমার চিরসাথী........ ২৯৩
ইলমের স্বাদ........ ২৯৪
ইলমের পথে সাধনা করে যাও........ ২৯৪
ইলম অর্জনের জন্য আবশ্যকীয় ৬ গুণ........ ২৯৫
ইলম অর্জনে সাধনা আবশ্যক........ ২৯৫
ইলমই জীবন........ ২৯৬
অল্প ইলমও মর্যাদার বস্তু........ ২৯৬
ইলম ও আমল........ ২৯৬
ইলমের ফযীলত........ ২৯৬
ইলম ও আলেমের মর্যাদা........ ২৯৭
ইলমের সাথে আমল আবশ্যক........ ২৯৮
ইলম অনুযায়ী আমল না হলে........ ২৯৯
মূর্খ ও আমলহীন আলেম........ ২৯৯
ইলমের বিনিময়ে দুনিয়া........ ৩০০
ইলমের উদ্দেশ্য দুনিয়া নয়........ ৩০০
ইলমের উপকারিতা........ ৩০০
ইলম না থাকলে........ ৩০০
আলেম, জ্ঞানী........ ৩০২
ইলমওয়ালারাই জীবিত........ ৩০২
আলেমের গুরুত্ব........ ৩০২
আল্লাহর ওলীদের আলোকিত রজনী........ ৩০২
আল্লাহওয়ালাগণের প্রতি মহব্বত ও দুশমনী........ ৩০৩
মোল্লারা সব জাগো!........ ৩০৩
মোল্লাকে চেনো........ ৩০৪
আলেমদের পরিচয়........ ৩০৬

শিক্ষা-দীক্ষা........ ৩০৯
শৈশবের শিক্ষা........ ৩০৯
শৈশবে ইসলামী শিক্ষার প্রভাব........ ৩০৯
অন্যকে দেখে শিক্ষা গ্রহণ........ ৩০৯
নিন্দুকের কাছ থেকে শিক্ষা........ ৩১০
যুগের শিক্ষা........ ৩১০
শিক্ষক ও চিকিৎসকের সম্মান........ ৩১০
শিক্ষাগুরুর মর্যাদা........ ৩১১
জ্ঞান-জ্ঞানী........ ৩১২
প্রকৃত জ্ঞানী........ ৩১২
জ্ঞানী........ ৩১৩
শব্দের মারপ্যাঁচে খেই হারায় না কভু জ্ঞানী........৩১৩
জ্ঞানী বনাম মূর্খের সঙ্গ........ ৩১৩
জ্ঞানীর জন্য ইঙ্গিতই যথেষ্ঠ........ ৩১৪
জীবিকার সম্পর্ক জ্ঞানের সাথে নয়........ ৩১৪
জ্ঞান সবচেয়ে বড় নেয়ামত........ ৩১৪
ফিকহ শাস্ত্রে স্মরণীয় যাঁরা........ ৩১৫
জানা ও অজানা........ ৩১৫
জ্ঞানার্জনের পদ্ধতি........ ৩১৫
লেখার গুরুত্ব........ ৩১৬
মানুষের জ্ঞান ও চরিত্র চেনার পন্থা........ ৩১৬
মূর্খ-মূর্খতা........ ৩১৭
জ্ঞানী ও মূর্খ........ ৩১৭
গণ্ডমূর্খ........ ৩১৮
মূর্খকে উপদেশ দান........ ৩১৮
মূর্খদের সাহচার্য গ্রহণ না করা........ ৩১৮
মূর্খের জবাব দিতে মানা........ ৩১৯
মাদরাসা........ ৩১৯
মাদরাসার পরিচয়........ ৩১৯
দারুল উলূম দেওবন্দ........ ৩২০
দেওবন্দ, নদওয়া ও আলীগড়........ ৩২০
প্রশংসা........ ৩২১
প্রকৃত প্রশংসা........ ৩২১

আত্মপ্রশংসা.. ৩২১
ফাসেকের প্রশংসা.. ৩২১
স্বার্থের সময় প্রশংসা, স্বার্থ ফুরালে নিন্দা.. ৩২২
মূর্খের প্রশংসায় গর্বিত না হওয়া.. ৩২২
যে প্রশংসা শোনা যাবে না.. ৩২২
মানুষ.. ৩২৩
কাকে বলে মানুষ.. ৩২৩
উত্তম মানুষ.. ৩২৩
আল্লাহর সাথে মানুষের অব্যক্ত সম্পর্ক.. ৩২৪
মানুষকে ভালো নামে ডাকা.. ৩২৪
সৃষ্টিকুল মানুষের সেবায় নিয়োজিত.. ৩২৪
মানুষ যখন নিরাশ হয়.. ৩২৫
কথার আড়ালে মানুষের যোগ্যতা.. ৩২৫
অমানুষ মানুষ হয় না.. ৩২৬
মানুষের পাওনা পরিশোধ কর.. ৩২৬
প্রয়োজন যেখানে মানুষ যায় সেখানে.. ৩২৬
মানুষ মানুষের জন্য.. ৩২৬
মানুষকে নিরাশ না করা.. ৩২৭
মানুষ নিপীড়ক.. ৩২৭
মানুষের চাহিদা ও মৃত্যু.. ৩২৭
মানুষের মন খুশি করা.. ৩২৮
মানুষের মনে কষ্ট না দেওয়া.. ৩২৮
আমানত গ্রহণে মানুষের হিম্মত.. ৩২৮
ভাষা মানুষের বৈশিষ্ট্য.. ৩২৮
মানুষ বনাম প্রাণী.. ৩২৯
মানুষের জ্ঞান ও চরিত্র চেনার পন্থা.. ৩২৯
মানুষের দ্বিমুখী আচরণ.. ৩২৯
মানুষকে যাচাই করে দায়িত্ব দেয়া.. ৩৩০
মানুষের মূল্য.. ৩৩০
মানুষের মর্যাদা.. ৩৩১
মানুষের স্বভাব.. ৩৩২
মানুষ চিনতে সময় লাগে.. ৩৩২
মানুষের কাছে মানবতা ছাড়া সবই আছে.. ৩৩২

মানুষ মানুষের অধিকার আদায় করে না.. ৩৩২
মানুষ মানুষের ওপর বোঝা হলে.. ৩৩৩
সবই জাগবে যদি মানুষ জেগে ওঠে.. ৩৩৩
অহঙ্কারপূর্ণ কথা মানুষের শোভা পায় না.. ৩৩৩
হায়রে মানুষ.. ৩৩৪
দোয়া, মুনাজাত, প্রার্থনা.. ৩৩৫
মুনাজাত -ইবরাহীম ইবনে আদহাম রহ. ৩৩৫
মুনাজাত -আবুল কাসেম যমখশরী রহ.. ৩৩৬
মুনাজাত -শেখ সা'দী রহ. ৩৩৬
মুনাজাত -শেখ সা'দী রহ. ৩৩৭
মুনাজাত -শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তার রহ.. ৩৩৯
মুনাজাত -আল্লামা আবদুর রহমান জামী রহ. ৩৪১
আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা.. ৩৪৩
গুনাহ ক্ষমা করার প্রার্থনা.. ৩৪৪
দুরূদ প্রেরণ করার আবেদন.. ৩৪৪
মুনাজাত -শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী রহ. ৩৪৫
মুনাজাত -শায়খ জুনাইদ বাগদাদী.. ৩৪৭
মুনাজাত -শায়েখ আবু আলী কলন্দরী রহ. ৩৫০
মুনাজাত -বখতিয়ার কাকী রহ. ৩৫২
মুনাজাত -হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. ৩৫৫
মুনাজাত -হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুতবী রহ. ৩৬১
মুনাজাত -হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. ৩৬৪
মুনাজাত -মুফতী ফয়যুল্লাহ রহ. ৩৬৭
মুনাজাত [নফীরে গায়েব] -খাজা আযীযুল হাসান মাজযূব রহ. ৩৭১
মুনাজাত -খাজা আযীযুল হাসান মাজযূব রহ. ৩৭৪
মুনাজাত -হাকীম মুহাম্মাদ আখতার রহ. ৩৭৭
মুনাজাত -মুফতী তকী উসমানী দা. বা. ৩৭৮
মুনাজাত -মুফতী আজীজুল হক রহ. ৩৮১
আবার জেগে ওঠার প্রার্থনা -আল্লামা ইকবাল রহ. ৩৮৩
মুনাজাত -পীর জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী.. ৩৮৫
চিশতিয়া তরীকার পীর-মাশায়েখের শাজারা সম্বলিত মুনাজাত......... ৩৮৬
মুনাজাত -মুফতী দিলাওয়ার হুসাইন.. ৩৮৭
মুনাজাত -মুফতী দিলাওয়ার হুসাইন.. ৩৮৭
মুনাজাত -কাজী নজরুল ইসলাম.. ৩৮৮

প্রার্থনা -কবি গোলাম মোস্তফা............ ৩৯০
আরবী মুনাজাত............ ৩৯১
ফারসী মুনাজাত............ ৩৯৫
উর্দু মুনাজাত............ ৩৯৬
দোয়ার সুফল............ ৩৯৮
দোয়া কবুলের আবেদন............ ৩৯৮
রাতের দোয়া............ ৩৯৮
কল্যাণের দোয়া............ ৩৯৯
খাতেমা বিল খায়েরের দোয়া............ ৩৯৯

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহ তা'আলা

আল্লাহ এক

گنتی میں زیادہ نہیں ہے قول مرا ایک
بے خوف میں کہتا ہوں اُسے یعنی خدا ایک

গিনতী মেঁ যিয়াদা নেহী হায় কওল মেরা এক
বে-খওফ মাই ক্যাহতা হোঁ উসে ইয়া'নী খোদা এক

গণনায় বেশি নয়, কথা আমার একটাই
নির্ভয়ে বলি আমি, আল্লাহ এক, শরীক নাই।

[আকবর ইলাহাবাদী, কুল্লিয়াত, খ-১, পৃ-১৮৫]

আল্লাহ এক ও চিরঞ্জীব

وہی اک ہے جس کی دائم بقا ہے ✵ جہاں کی وراثت اُسی کو سزا ہے
*অহী এক হায় জিস কী দায়েম বাকা হায় * জাহাঁ কী অরাছাত উসী কো সাযা হায়*
তিনি এক, তিনি চিরঞ্জীব, পৃথিবীর উত্তরাধিকার তাঁকেই মানায়।

سوا اس کے انجام سب کا فنا ہے ✵ نہ کوئی رہے گا نہ کوئی رہا ہے
*সেওয়া উস কে আঞ্জাম সব কা ফানা হায় * না কোয়ী রাহেগা, না কোয়ী রাহা হায়*
তিনি ছাড়া সবার পরিণামই ধ্বংস, থাকে নি, থাকবেও না কেউ চিরকাল এ ধরায়।

مسافر یہاں ہیں فقیر اور غنی سب ✵ غلام اور آزاد ہیں رفتنی سب
*মুসাফির এহাঁ হেঁ ফকীর আওর গনী সব * গোলাম আওর আ-যাদ হেঁ রফতানী সব*
ধনী-গরিব সকলেই এখানে পথচারী, স্বাধীন-পরাধীন সকলেই প্রস্থানকারী।

[আলতাফ হুসাইন হালী, মুসাদ্দাস, পৃ-৮৩]

এক আল্লাহ জিন্দাবাদ

উহারা প্রচার করুক হিংসা বিদ্বেষ আর নিন্দাবাদ;
আমরা বলিব সাম্য শান্তি এক আল্লাহ জিন্দাবাদ।
–কাজী নজরুল ইসলাম

আল্লাহর একত্ববাদ

همہ درگاہ تو جویم ہمہ درکار تو پویم ★ ہمہ توحید تو گویم کہ بتوحید سزائی

হামা দর্গাহে তু জুইয়াম হামা দর কারে তু পূইয়াম
হামা তাওহীদে তূ গুইয়াম কে ব-তাওহীদে সাযায়ী

আমি খুঁজে ফিরি শুধু তব দরবার, মিনতি জানাই শুধু তোমার সকাশে,
একত্বের কথা ঘোষণা করছি আমি, তুমিই তো একত্বের একমাত্র উপযোগী।

احد لیس کمثلک صمد لیس کفضلک ★ لمن الملک تو گوئی کہ سزاوار خدائی

আহাদুন লাইছা কামিছলিক সামাদুন লাইছা কাফাযলিক
লিমানিল মুলক তু গুয়ী কে সাযাওয়ার খোদায়ী

তুমি এক ও বেনিয়াজ, তোমার মতো কেউ নেই, তুমি রাজাধিরাজ। কেয়ামতের ময়দানে তুমি প্রশ্ন করবে আজকের রাজত্ব কার? তুমি নিজেই জবাব দিবে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর।

تو خداوند یمینی تو خداوند یساری ★ تو خداوند زمینی تو خداوند سمائی

তু খোদাওয়ান্দে ইয়ামীনী তু খোদাওয়ান্দে ইয়াসারী
তু খোদাওয়ান্দে যমীনী তু খোদাওয়ান্দে সামায়ী

ডানদিকের প্রভু তুমি, বামদিকেরও প্রভু তুমি
আসমানেরও প্রভু তুমি, জমীনেরও প্রভু তুমি।

[হাকীম সানায়ী রহ.]

আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ

فَيَا عَجَبِيْ كَيْفَ يُعْصَى الْإِلٰهُ ★ أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الجَاحِدُ

এই কথা ভেবে বিস্মিত হই যে, কিভাবে আল্লাহ-তায়ালার অবাধ্যতা করা হয়,
এতেও বিস্মিত হই যে, অস্বীকারকারীরা তাঁকে কিভাবে অস্বীকার করে?

وَلِلّٰهِ فِي كُلِّ تَحْرِيْكَةٍ ★ وتَسْكِيْنَةٍ أَبَدًا شَاهِدُ

অথচ প্রত্যেক শান্ত বস্তুর স্থীরতার মাঝে এবং অশান্ত বস্তুর
অস্থিরতার মাঝে তাঁর বিদ্যমানতার দলীল রয়েছে।

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ ★ تَدُلُّ عَلٰى أَنَّهُ الوَاحِدُ

পৃথিবীর প্রত্যেকটি বস্তুর মাঝে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ রয়েছে।
সবকিছুই প্রমাণ বহন করে যে, তিনি এক ও অদ্বিতীয়।

[দিওয়ানে ইমাম শাফেয়ী রহ. পৃ-১৩৭]

তাওহীদই ইবাদতের মূল

ہست توحید اصل جملہ بندگی ◈ جز بتوحید نیست حاصل بندگی

*হাস্তে তাওহীদ আছলে জুমলা বন্দেগী * জুয বতাওহীদ নীস্তে হাছেল বন্দেগী*

তাওহীদ হলো ইবাদতের মূল, তাওহীদ ছাড়া ইবাদত কবুল হবে না।

گر نہ بیند چشم دل نور خدا ◈ نیست توحید لا الہ گفتن زباں

*গর না বীনাদ চশমে দিল নূরে খোদা * নিস্তে তাওহীদ লা ইলা গুফতান যুবাঁ*

দিলের চোখ যদি আল্লাহর নূর প্রত্যক্ষ না করে,
তাহলে জেনে রেখ, মুখে কালিমা পড়াই তাওহীদ নয়।

گر نتوحید خدا آگاہ شوی ◈ کے تو از گلزار وحدت بو بری

*গর নাতাওহীদে খোদা আগাহ শাওয়ী * কায় তু আয গুলযারে ওয়াহদাত বু বরী*

যদি আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে না জান,
তুমি কিভাবে তাওহীদের বাগান থেকে সুঘ্রাণ লাভ করবে।

گفتن و دیدن چوں اک میشود ◈ جائے توحید تا بدل حاصل شود

*গুফতানো দীদান চুঁ এক মি-শাওয়াদ * জায়ে তাওহীদ তা বদিল হাছেল শাওয়াদ*

চোখের দেখা ও মুখের বলা যখন এক হবে, তখন তাওহীদ দিলে স্থান নিবে।

غیر حق بیروں کنی چوں از وجود ◈ تا ببینی نور حق نور وجود

*গায়রে হক বেরুঁ কুনী চুঁ আয ওয়ুদ * তা বে-বীনী নূরে হক নূরে ওয়ুদ*

নিজের অস্তিত্ব থেকে গায়রুল্লাহকে যখন বের করবে
তখন আল্লাহর নূর তোমার মাঝে দেখতে পাবে।

در زباں توحید چوں غالب شود ◈ تا کلام تو کلام حق شود

*দর যুবাঁ তাওহীদ চুঁ গালেব শাওয়াদ * তা কালামে তু কালামে হক শাওয়াদ*

মুখে যখন তাওহীদের বাণী প্রবল হবে,
তখন তোমার কথা এবং আল্লাহর কথা এক হয়ে যাবে।

[শফিউদ্দীন ফার্সি কবি, শফিউল মসনবী, পৃ-৫]

گر نشد تاثیر وحدت بر وجود ◈ معنی توحید ہم حاصل نہ بود

*গর নাশুদ তাছীরে ওয়াহদাত বর ওযুদ * মা'নায়ে তাওহীদ হাম হাছেল নাবুদ*

যদি তোমার মাঝে তাওহীদের কোনো প্রভাব না থাকে,
তাওহীদের মর্ম তোমার অর্জিত হয়নি।

غیر اللہ از تو گر بیروں نشد ◈ بر دلِ توحید حق جائے نشد

*গায়রুল্লাহ আয তু গার বেরুঁ নাশুদ * বর দিলে তাওহীদে হক জায়ে নাশুদ*

তোমার ভেতর থেকে যদি গারুল্লাহ বের না হয়ে থাকে,
তাহলে তোমার দিলে আল্লাহর একত্ববাদ স্থান পায়নি।
[শফিউদ্দীন ফার্সি কবি, শফিউল মসনবী, পৃ-৫]

শুধু একজনকেই

خلیل آسا در ملکِ یقیں زن ☆ صدائے لا اُحِبُّ الافلیں زن

*খলীলা সা দর মুল্‌কে একী যন * ছদায়ে লা উহিব্বুল্ আফিলী যন্*

হযরত ইবরাহীম আ.-এর মতো বিশ্বাসের দরজায় ধাক্কা মারো।
'আমি অস্থায়ী কোনো কিছুকে পছন্দ করি না' আওয়ায তোল।
[জামী, মহব্বত নামা : পৃ-৭]

یکے بیں ویکے داں ویکے گوی ☆ یکے خواہ ویکے خواں ویکے جوی

*একে বীঁ ও একে দাঁ ও একে গো * একে খাহ ও একে খাঁ ও একে জু*

একজনকেই দেখ, একজনকেই জানো, একজনের কথাই বলো,
একজনকেই কামনা করো, একজনকেই পড়ো এবং একজনকেই খোঁজো।
(আর তিনি হলেন মহান আল্লাহ)
[জামী, মহব্বত নামা : পৃ-৭]

পৃথিবীর সৌন্দর্যের মাঝে আল্লাহর নূরের ঝলক

کارِ لیلیٰ نیست، ایں کار من است ★ حسن لیلیٰ عکس انوار من است

*কারে লায়লা নিস্ত, ঈঁ কারে মানাস্ত * হুস্‌নে লায়লা আক্‌সে আন্‌ওয়ারে মানাস্ত*

এটা হল আমার কাজ, লায়লার কাজ নয়,
আমার নূরের আলো দ্বারা লায়লা রূপময়।
[রুমি, কালীদে মসনবী-৭ম খণ্ড, পৃ-১২]

حسن خویش از روئے خوباں آشکارا کردۂ ★ پس بچشم عاشقاں خود را تماشا کردۂ

হুসনে খেশায রূয়ে খূবাঁ আশকারা করদায়ী
পছ ব-চশমে আশেকাঁ খূদ রা তামাশা করদায়ী

সুশ্রীদের চেহারায় স্বীয় সৌন্দর্য প্রকাশ করলে,
আশেকদের চোখে নিজেকে দর্শনীয় বানালে।

তিনি অবর্ণনীয়

جو آسکتا نہیں وہم و گماں میں ◈ اسے کیا پاسکیں لفظ و معانی
کسی نے اپنے بے پایاں کرم سے ◈ مجھے خود کردیا روح المعانی

*জু আ সেকতা নেহঅ অহম ও গুমান মেঁ * উছে কিয়া পা ছেকেঁ লফজ ও মাআনী*
*কেছী নে আপনে বেপায়া করম ছে * মুঝে খোদ কর দিয়া রুহুল মাআনী*

যাকে কল্পনা করা যায় না, শব্দ ও মর্ম তাকে কিভাবে চিত্রিত করবে,
কেউ তাঁর অসীম দয়ায় নিজে আমাকে 'রুহুল মাআনী' বানিয়ে দিয়েছেন।
[মাওয়াহিবে রব্বানিয়া-২৫৪]

আল্লাহ অসীম ও বান্দা সসীম

تو ہے محیطِ بیکراں، میں ہوں ذرا سی آبجو!
یا مجھے بیکنار کر یا مجھے ہمکنار کر

তু হ্যায় মুহীতে বে-কারাঁ আওর ম্যায় হোঁ যরা ছী আ-ব জো
ইয়া মুঝে হামকিনার কর ইয়া মুঝে বে-কিনার কর

আপনি হলেন অকুল সাগর আর আমি হলাম ক্ষুদ্র পুকুর, হয় আমাকে
আপনার সমুদ্রের সাথে মিলিয়ে নিন কিংবা আমাকেও কুলহীন করে দিন।
[আল্লামা ইকবাল, কুল্লিয়াত-২৪৬, বালে জিবরীল, পৃ-৬]